৫

বাক্যার্থ (বাক্য ও অর্থ)

Sentence-meaning : (Sentence and Meaning)

বাক্য এবং অর্থ
Sentence and meaning

বাক্য হল অর্থপূর্ণ শব্দসমষ্টি, তবে যে কোন অর্থপূর্ণ শব্দসমষ্টি বাক্য নয়। শব্দসমষ্টি মাত্রই বাক্য নয়, তাদের শব্দগুলি অর্থপূর্ণ হলেই তা বাক্য হয় না। **বাক্য হল, অর্থপূর্ণ শব্দের বিশেষ বিন্যাস।**

'জফরী তুর্ফরী কফরী ফফরী'

এটি কোন বাক্য নয়, কেননা 'জফরী', 'তুর্ফরী' প্রভৃতি লৈখিক রেখা বা ধ্বনিমাত্র, শব্দ নয়। শব্দকে অর্থবোধক হতে হবে।

আবার—

'এবং পড়া শব্দ খাওয়া'

এটিও কোন বাক্য নয়। এখানে প্রত্যেকটি শব্দ অর্থপূর্ণ হলেও শব্দগুলি অবিন্যস্ত।

উপরোক্ত দুটি ক্ষেত্রে যা বলা হয় তাতে বক্তার মনের ভাব(শ্রোতার কাছে) প্রকাশ করা যায় না বলে সেগুলি বাক্য নয়। প্রত্যেক বাক্যের মনের ভাব প্রকাশের যোগ্যতা থাকতে হবে, অর্থাৎ অর্থপূর্ণ হতে হবে। অর্থপূর্ণ বাক্যের অন্তত দুটি অংশ থাকা প্রয়োজনীয়—উদ্দেশ্য পদ এবং বিধেয় পদ। এই দিক থেকে বিচার করলে—

১. 'রাম ভাল ছেলে'

একটি বাক্য ; কিন্তু,—

২. 'পিপু ফিসু'

৩. 'যাবে এবং রাম যদু'

বাক্য নয়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'পিপু' 'ফিসু' শব্দ নয়, কেননা অর্থহীন। তৃতীয় দৃষ্টান্তে প্রত্যেকটি শব্দ অর্থপূর্ণ হলেও তাদের বিন্যাস যথাযথ হতে পারেনি।

দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় বাক্য নয়, তা হল অর্থ পূর্ণতার মানদণ্ড বা শর্তাবলী। **দর্শনের প্রধান কাজ হল,** বাক্যের অর্থপূর্ণতার পর্যাপ্ত ও আবশ্যিক শর্তগুলি নির্ধারণ করে তার মাধ্যমে অর্থপূর্ণ বাক্য এবং অর্থহীন অবাক্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা। **শব্দবিন্যাস অর্থবোধক হলে তা বাক্য, না হলে অবাক্য। অর্থপূর্ণতার মানদণ্ড অর্থাৎ শর্তাবলী জানা না থাকলে বাক্য এবং অবাক্যের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না।**

বাক্য ও বচন
Sentence and Proposition

বাক্য হল অর্থপূর্ণ শব্দসমষ্টির বিশেষ বিন্যাস আর বচন হল বাক্য দ্বারা প্রকাশিত অর্থ। সংক্ষেপে, 'বাক্য' বলতে বোঝায় বাক্যের অর্থ, বাক্য-বোধিত বিষয়। **বাক্যার্থই বচন।** বাক্য এবং বচন দুটি ভিন্ন বিষয়। বাক্য এবং বচনের মধ্যে পার্থক্যগুলিকে নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করা গেল :

(ক) এমন হতে পারে যে, একাধিক বাক্যে প্রকাশিত হয় একটি বচন (বাক্যার্থ)। একই ভাষার অন্তর্গত দুটি ভিন্ন বাক্যের অর্থ (অর্থাৎ বচন) অভিন্ন হতে পারে। এমন ক্ষেত্রে বাক্য দুটি হলেও বচন হবে একটি। যেমন—

'লয়লা ভালবাসে মজনুকে'।

'মজনু হয় লয়লার ভালবাসার পাত্র'।

এখানে দুটি বাক্যের উল্লেখ আছে। প্রথম বাক্যের প্রথম শব্দটি 'লয়লা', দ্বিতীয় বাক্যের প্রথম শব্দটি 'মজনু'। প্রথম বাক্যের শেষের শব্দটি 'মজনু', দ্বিতীয় বাক্যের শেষের শব্দটি 'ভালবাসার পাত্র'। কিন্তু এখানে বাক্য দুটি হলেও তাদের দ্বারা বোধিত অর্থ অর্থাৎ বচন একটাই এবং তা হল— 'লয়লা মজনুকে ভালবাসে'। দুটি বাক্যে একই তথ্য বা বিষয় পরিবেশিত হয়েছে। প্রথম বাক্যটিকে সত্যরূপে বিশ্বাস করলে দ্বিতীয় বাক্যটিকেও সত্যরূপে গণ্য করতে হয়। স্পষ্টতই বাক্য এবং বচন অভিন্ন নয়, তারা ভিন্ন।

আবার বিভিন্ন ভাষার ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের অর্থ (বচন) অভিন্ন হতে পারে। বাক্য কোন না কোন ভাষার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বচনের বা বাক্যের অর্থের এমন কোন ভাষাগত বৈশিষ্ট্য নেই। যেমন—

'এখন বৃষ্টি পড়ছে'

'It is raining now.'

'Esta Iloviendo'.

'Il pleut.'

'Es regent.'

এখানে পাঁচটি ভিন্ন ভাষার অন্তর্গত পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের উল্লেখ আছে। প্রথমটি বাংলা ভাষার অন্তর্গত, দ্বিতীয়টি ইংরাজী ভাষার অন্তর্গত, তৃতীয়টি স্পেন দেশীয় ভাষার অন্তর্গত, চতুর্থটি ফরাসী ভাষার অন্তর্গত এবং পঞ্চমটি জার্মান ভাষার অন্তর্গত বাক্য। কিন্তু প্রত্যেক বাক্যে একটাই অর্থ (বচন) প্রকাশিত হয়েছে— 'এখন বৃষ্টি পড়ছে'। এখানে বাক্য পাঁচটি কিন্তু বচন একটি। স্পষ্টতই, **বাক্য ও বচন সমার্থক নয়।**

তেমনি,

'রামবাবুর মৃত্যু হয়েছে,'

'রামবাবুর দেহান্তর ঘটেছে,'

'রামবাবু স্বর্গে গেছেন,'

'রামবাবু পরলোক গমন করেছেন।'

বাংলা ভাষার এই চারটি বাক্যে একটি মাত্র বচন প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) এমন হতে পারে যে একটি বাক্যে প্রকাশিত হয় একাধিক বচন। একই বাক্য ব্যবহার ভেদে বা প্রসঙ্গভেদে একাধিক বচনকে (অর্থকে) প্রকাশ করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলি দ্ব্যর্থক হয়। যেমন—

'সে বাড়ীটি ভাড়ার ব্যবস্থা করেছে'

বাক্যটি অস্পষ্টার্থক। বাক্যটি শুনে বোঝা যায় না যে—

১. 'সে বাড়ীটি নিজে ভাড়া নিয়েছে,'

অথবা

২. 'সে বাড়ীটি অন্যকে ভাড়া দিয়েছে।'

কাজেই, 'সে বাড়ীটি ভাড়ার ব্যবস্থা করেছে।' বাক্যটির মাধ্যমে দুটি অর্থ বা বচন প্রকাশ পায়।

অনেক সময় আবার **একটি বাক্য 'স্থান-কাল ভেদে' ভিন্ন ভিন্ন বচনকে বোধিত করে। এরূপ ক্ষেত্রে বাক্য একটি কিন্তু বচন একাধিক।** যেমন—

'ভারতের প্রধানমন্ত্রী একজন সংসদ-সদস্য'

বাক্যটি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহেরুকে

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে

১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে

দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হল বাক্যের অর্থ। বাক্যার্থের শর্ত বা মানদণ্ড অনুসারে, **অর্থপূর্ণ ঘোষক বাক্যের অনুরূপ অঘোষক বাক্য অর্থপূর্ণ হবে, আর অর্থহীন ঘোষক বাক্যের (অর্থাৎ অ-বাক্যের) অনুরূপ অঘোষক বাক্য অর্থহীন হবে।** 'ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর আছে' এই ঘোষক বাক্যটি অর্থপূর্ণ হওয়ায় তার অনুরূপ 'ভাঁড়ার ঘরে কি ইঁদুর আছে?' প্রশ্নসূচক বাক্যটিও (অঘোষক বাক্য) অর্থপূর্ণ হবে; আর 'শনিবার বিছানায় শুয়ে আছে' এই ঘোষণাটি অর্থহীন হওয়ায় তার অনুরূপ 'শনিবার কি বিছানায় শুয়ে আছে?'— প্রশ্ন সূচক অঘোষক বাক্যটিও অর্থহীন হবে।

৫.৩ শব্দার্থ এবং বাক্যার্থ
Word-meaning and Sentence-meaning

শব্দের অর্থ এবং বাক্যের অর্থের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা গেল :

(১) শব্দার্থের মতো বাক্যার্থও অনেকার্থক (*ambiguous*) হতে পারে।

(২) শব্দার্থের মতে বাক্যার্থও অস্পষ্ট হতে পারে।

(৩) শব্দের মতো বাক্যেরও মুখ্য এবং গৌণ অর্থ আছে।

(১) বাক্যের অন্তর্গত **একটি শব্দ দ্ব্যর্থক** বা নানার্থক হলে বাক্যটিও নানার্থক হয়। 'ভাড়ার ব্যবস্থা' কথাটি দ্ব্যর্থক; একটি অর্থ 'ভাড়া দেওয়া', অন্য অর্থ 'ভাড়া নেওয়া'। এজন্য 'সে বাড়ীটি ভাড়ার ব্যবস্থা করেছে' বাক্যটি দ্ব্যর্থক।

তবে, শুধু যে বাক্যের অন্তর্গত দ্ব্যর্থক শব্দের জন্যই বাক্য দ্ব্যর্থক হয়, এমন নয়; বাক্যের অন্তর্গত **শব্দ-বিন্যাসের** ধরণের জন্যও একটি বাক্য অনেকার্থক হতে পারে। যেমন, 'জাহাজটির নামকরণ অনুষ্ঠানের পরেই তার যাত্রা শুরু হল'— বাক্যটিতে ঠিক কি বলা হয় তা বোঝা যায় না এবং এর মূলে হল শব্দবিন্যাসের ধরণ বা ক্রম (*Order*)। বাক্যটির মানে এমন হতে পারে 'জাহাজটির নামকরণ অনুষ্ঠানের পরেই **ঐ জাহাজটির** যাত্রা শুরু হল', আবার এমনও হতে পারে, 'জাহাজটির নামকরণ অনুষ্ঠানের পর **নামকরণকর্তার** যাত্রা শুরু হল'। শব্দ-ক্রমের জন্য বাক্যের এপ্রকার দ্ব্যর্থকতাকে বলা হয় **'শব্দবিন্যসগত দ্ব্যর্থকতা'** (*syntactical ambiguity*)।

(২) বাক্যের অন্তর্গত **একটি শব্দ অস্পষ্ট** হলে (প্রকৃতপক্ষে, প্রচলিত ভাষার প্রায় সব শব্দই অস্পষ্ট : চতুর্থ অধ্যায় দেখ) বাক্যটিও অস্পষ্ট হয়। 'টেকো' (*baldheaded*) শব্দটি অস্পষ্টার্থক। মাথায় কি পরিমাণ কেশের অভাব থাকলে একজন মানুষকে 'টেকো' বলা যাবে তা নির্ধারিত নেই। কাজেই, কোন বাক্যে 'টেকো' শব্দটি থাকলে সমগ্র বাক্যটি অস্পষ্ট হবে। 'রাম হয় টেকো'— বাক্যটি অস্পষ্ট। এ কথা বললে রামের মাথা কতটা কেশ-বিরল তা বোঝা যায় না।

তবে, কেবল শব্দের অস্পষ্টতার জন্যই বাক্য অস্পষ্ট হয় না, **বাক্যের নিজস্ব একরকম অস্পষ্টতা আছে।** যেমন, যদি কেউ বলে, 'এই জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য আমাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে', তাহলে বক্তা সঠিকভাবে কি বলতে চাইছে তা বোঝা যায় না। এখানে 'উপযুক্ত ব্যবস্থা' কথাটি অস্পষ্ট হলেও বাক্যের অস্পষ্টতা ঐ কথাটির অস্পষ্টতার ওপর নির্ভর করে না। বাক্যটি এখানে সামগ্রিকভাবেই অস্পষ্ট, সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অস্পষ্ট।

(৩) শব্দের যেমন মুখ্য অর্থ এবং গৌণ অর্থ আছে, বাক্যেরও তেমনি ঐ দুই প্রকার অর্থ আছে। **মুখ্যার্থ হল সরাসরি অর্থ। শব্দ সরাসরিভাবে যা বোধিত করে সেটাই শব্দের মুখ্যার্থ। গৌণার্থ হল পরোক্ষ অর্থ। শব্দ পরোক্ষভাবে যা বোধিত করে, ইঙ্গিত করে, সেটাই শব্দের গৌণার্থ।** 'গঙ্গার ওপর' কথাটির মুখ্যার্থ হল 'গঙ্গা নামক জল-প্রবাহের ওপর', আর গৌণার্থ হল, গঙ্গাজল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত 'গঙ্গা-তীরের ওপর'। বাক্যেরও এপ্রকার মুখ্যার্থ ও গৌণার্থ থাকতে পারে। 'তাদের সন্তান-সন্ততি ছিল এবং তাদের বিবাহ হয়েছিল', বাক্যটির মুখ্যার্থ হল 'সেই বিবাহিত দম্পতির সন্তান-সন্ততি ছিল'। বাক্যটিতে পরোক্ষভাবে অপর এক অর্থের, গৌণার্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—'বিবাহের আগেই তাদের প্রত্যেকের সন্তান-সন্ততি ছিল'। তবে, যেহেতু গৌণার্থটি এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতমাত্র সেজন্য মুখ্যার্থটিকেই বাক্যটির সঠিক অর্থরূপে গণ্য করতে হয়।

'মণিকা কণিকার চেয়ে বেশী সুন্দরী' বাক্যটির মুখ্যার্থ হল, 'কণিকা এবং মণিকা দুজনেই সুন্দরী, তবে সৌন্দর্যের বিচারে মণিকার স্থান কণিকার ওপরে'। কিন্তু কথাটির মধ্যে ('মণিকা কণিকার চেয়ে বেশী সুন্দরী' এই বাক্যটির মধ্যে) এক অস্পষ্ট এবং প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে— 'কণিকা মণিকার চেয়ে বেশী কুৎসিত' এবং অনেকে বাক্যটিকে এই

১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজীব গান্ধীকে
১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অটলবিহারী বাজপায়ীকে এবং
২০১৪ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্রভাই দামোদরদাস মোদিকে বোধিত করে।

এখানে বাক্যটি অভিন্ন থাকলেও, বিভিন্ন কালে বচন ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। তেমনি— 'আমি দর্শনের ছাত্র' এই একটি বাক্যে একাধিক বচন প্রকাশ পায়। রাম একথা বললে বচনটি হয় রাম প্রসঙ্গে, সীতা একথা বললে তা হয় সীতা প্রসঙ্গে, ইত্যাদি। কাজেই বচন বাক্য থেকে স্বতন্ত্র বিষয়।

(গ) বাক্য ও বচনের মধ্যে **প্রধান পার্থক্য** হল—

সত্যতা/মিথ্যাত্ব বাক্যের বৈশিষ্ট্য নয়, বচনের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ

বাক্য সত্য অথবা মিথ্যা হয় না।

বচন সত্য অথবা মিথ্যা হয়।

বাক্য প্রসঙ্গে বলা হয়—অর্থপূর্ণ অথবা অর্থহীন (অর্থপূর্ণ হলে বাক্য, অর্থহীন হলে অবাক্য)

বচন প্রসঙ্গে বলা হয়—সত্য অথবা মিথ্যা

বচনের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তাই অনেকে বলেন, "তাকেই 'বচন' বলা যাবে যা সত্য অথবা মিথ্যা হতে পারে"। **অর্থপূর্ণ যে বাক্য সত্য বা মিথ্যা হতে পারে কেবল তাকেই 'বচন বলা যাবে।** যে বাক্যকে 'সত্য' বলা যায় না, 'মিথ্যা' বলাও যায় না তা অর্থহীন অ-বাক্য, বচন নয়। **কাজেই, অর্থপূর্ণ বাক্যমাত্রই বচন নয়, যে অর্থপূর্ণ বাক্য সত্য অথবা মিথ্যা হতে পারে কেবল তাকেই 'বচন' বলা যাবে।**

(ঘ) সত্যতা/মিথ্যাত্ব বচনের বৈশিষ্ট হলে, কেবল **ঘোষক বাক্যই (Assertive Sentence) বচনরূপে গ্রাহ্য হবে,** অঘোষক বাক্যকে (*Non-assertive Sentence*) বচনরূপে গণ্য করা যাবে না, কেননা কেবল ঘোষক বাক্যই (যে বাক্যে তথ্য বা ব্যাপার সম্পর্কে কিছু ঘোষণা করা হয়) সত্য অথবা মিথ্যা হতে পারে।

১. 'মানুষ হয় মরণশীল জীব।

২. 'কুকুর হয় দ্বিপদী প্রাণী'।

এ দুটি বচন, কেননা প্রথম বিবৃতিটি সত্য, দ্বিতীয়টি মিথ্যা।

এজন্য **ব্যাকরণের সমূহ বাক্যের মধ্যে কেবল ঘোষক বাক্যকেই 'বচন' বলা যাবে, অপরাপর বাক্য,** যথা— প্রশ্নসূচক, অনুজ্ঞাসূচক, বিস্ময়সূচক প্রভৃতি বাক্যকে বচন বলা যাবে না। এসব বাক্যে কিছু ঘোষণা করা হয় না বলে তাদের 'সত্য' অথবা 'মিথ্যা' বলা যায় না। এসব অঘোষক বাক্যকে ঘোষকবাক্যে রূপান্তরিত করলে তবেই তাদের বচনরূপে গণ্য করা যাবে। যেমন—

প্রশ্নসূচক বাক্য : 'এখন কটা বাজে'? এই প্রশ্নসূচক বাক্যে কিছুই ঘোষণা করা হয় না যাকে সত্য বা মিথ্যা বলা যাবে, যদিও বাক্যটির অর্থ আমরা জানি। কাজেই বাক্যটি অর্থপূর্ণ হলেও বচন নয়। তবে প্রশ্নোত্তরে যদি কেউ বলে 'এখন দশটা বাজে' তাহলে তা 'বচন' বলে গ্রাহ্য হবে—এখন দশটা বাজলে বাক্যটি সত্য হবে, না বাজলে মিথ্যা হবে।

আদেশসূচক বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য : 'দরজাটা বন্ধ কর'— এই বাক্যটিতেও কিছু ঘোষণা করা হয় না, বক্তার আদেশ বা অনুজ্ঞা প্রকাশ পায় মাত্র। এপ্রকার বাক্য তাই সত্য নয়, মিথ্যাও নয়, যদিও তা অর্থবহ। তবে, বাক্যটি শুনে যদি কেউ বলে 'আমি দরজাটা বন্ধ করেছি' তাহলে তাকে 'বচন' বলা যাবে, কেননা তা সত্য হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে।

বিস্ময়সূচকবাক্য : 'আহা! কি সুন্দর দিন!' বাক্যটিতে কোন বচন প্রকাশ পায় না। বাক্যটিতে বক্তার এক বিশেষ আবেগে, মনোভাব প্রকাশ পায় মাত্র—বস্তু বা ব্যাপার সম্পর্কে কিছুই ঘোষণা করা হয় না। অবশ্য বিস্ময়সূচক কিছু বাক্যে প্রচ্ছন্নভাবে বচন থাকতে পারে। যেমন, 'আহা! কি সুন্দর সূর্য-করোজ্জ্বল দিন!' বাক্যটিতে 'দিনটি হয় সূর্য-করোজ্জ্বল'—এই বচনটি প্রচ্ছন্নভাবে আছে, যাকে অপরে সত্য অথবা মিথ্যা বলে অভিমত প্রকাশ করতে পারে। কেউ বলতে পারে, 'মিথ্যা কথা, দিনটা মোটেই সূর্যকরে উজ্জ্বল নয়।'

তাহলে, কোন বাক্যে বচন প্রকাশিত হয় কি-না তা একটি প্রশ্নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা চলে : **বক্তার উক্তির উত্তরে যদি 'কথাটা সত্য' অথবা 'কথাটা মিথ্যা' বলা চলে তাহলে সেই উক্তিটিকে (বাক্যটিকে) বচনরূপে গণ্য করা যাবে।**

গৌণার্থে গ্রহণ করতে পারে। অস্পষ্টার্থক বাক্যের একটাই অর্থ থাকে— মুখ্যার্থ। বাক্যটি অস্পষ্টার্থক হলে তা মুখ্যার্থ অতিরিক্তভাবে এক গৌণার্থের ইঙ্গিত বহন করে। 'সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে মণিকা এবং কণিকাকে সুন্দরী বলা গেলেও মণিকা বেশী সুন্দরী'— এই বিজ্ঞানসম্মত বাক্যটির মধ্যে তেমন কোন অস্পষ্টতা নেই এবং সেজন্য মুখ্যার্থ অতিরিক্তভাবে কথাটি কোন গৌণার্থকে ইঙ্গিত করে না।

৫.৪ বাক্যার্থের মানদণ্ড
Criteria of Sentence-meaning

অর্থপূর্ণ বাক্যই দর্শনের আলোচ্য বিষয়। অনেকে (ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদীগণ— *Logical Positivists*) দর্শনের বিরুদ্ধে একটি জোরালো অভিযোগ এনে বলেন, দর্শনে এমন অনেক বাক্য আছে যাদের ব্যাকরণগতভাবে 'বাক্য' বলে মনে হলেও ন্যায়গতভাবে (*logically*) অবাক্য, কেননা সেসব অর্থহীন। **অর্থহীন বাক্যে সত্য অথবা মিথ্যা কোন বচনই প্রকাশ পায় না।** বাক্য যদি অর্থহীন হয় তাহলে সেই ঘোষণাটিকে যেমন সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না তেমনি মিথ্যারূপে বর্জন করাও যায় না।

অর্থহীন ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য (*Difference between 'meaning less' and 'false'*)

প্রসঙ্গত, **'অর্থহীন' এবং 'মিথ্যা'র মধ্যে পার্থক্য জানা প্রয়োজন**, কেননা তা তত্ত্বালোচনায় একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দুটি শব্দই আমাদের কাছে বিভ্রান্তিকর। আমরা প্রায়শই অর্থহীনকে 'মিথ্যা' বলি অথবা মিথ্যাকে 'অর্থহীন' বলি। কিন্তু 'অর্থহীন' ও 'মিথ্যা'র মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে এবং পার্থক্যটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। **'মিথ্যা' কথাটি নিন্দাসূচক হলেও 'অর্থহীন' কথাটি অধিকতর নিন্দাসূচক।** ক-এর অভিমতকে যদি 'মিথ্যা' বলে নিন্দা করা হয় তাহলে সেই নিন্দার সঙ্গে কিছুটা প্রশংসাও মিশ্রিত থাকে, কেননা অভিমতটি যে অর্থপূর্ণ, এটা স্বীকার করা হয়। অর্থবোধ না হলে কোন বাক্যকে 'মিথ্যা' বলা যায় না। এখানে ক-ব্যক্তি প্রসঙ্গে এটাই বলা হয় যে, 'তোমার কথাগুলি মিথ্যা হলেও (নিন্দা) তাদের অর্থ আছে (প্রশংসা)'। পক্ষান্তরে, ক-এর অভিমতকে যদি 'অর্থহীন' বলে প্রত্যাখ্যান কার হয় তাহলে কেবল নিন্দাই প্রকাশ পায়। এখানে ক-প্রসঙ্গে এটাই বলা হয় যে, 'তোমার কথাগুলি অপাঙ্‌ক্তেয়, ওগুলি কোন কথাই নয়, কেননা মিথ্যা হবার যোগ্যতাও তাদের নেই— ওগুলি অর্থহীন হ-য-ব-র-ল'। 'মঙ্গলগ্রহে জীব আছে' কথাটি মিথ্যা হতে পারে কিন্তু অর্থপূর্ণ (অর্থপূর্ণ বলেই বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদগণ দীর্ঘদিন ধরে মঙ্গলগ্রহে যাবার এত প্রচেষ্টা করে চলেছেন)। 'শনিবার বিছানায় শুয়ে আছে' বাক্যটিকে 'মিথ্যা' বলাও যায় না, বাক্যটি অর্থহীন অবাক্য।

সঙ্গতভাবেই তাই প্রশ্ন দেখা দেয়—**বাক্যার্থ-নির্ধারক শর্তগুলি (মানদণ্ড) কি কি?** কোন অবস্থায়, কি কি শর্ত পূরণ করলে, একটি বাক্য অর্থপূর্ণ হতে পারে? দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব বাক্য ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করি তাদের অর্থপূর্ণ বাক্যের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করা যায়। যেমন—

সে একটি চেয়ারে বসে আছে।
মঙ্গল গ্রহের দুটি চাঁদ আছে।
কিছু কুকুর সাদা।
সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের দুটি বাহু সমান।
সরীসৃপ শুনতে পায় না।
আয়তনে কলকাতা শহর বর্ধমান শহর থেকে বড়।
তোমার ঘরের পর্দাগুলি বড় ময়লা, ইত্যাদি।

আবার, এমন কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায় যাদের ব্যাকরণগতভাবে **'বাক্য' বলা গেলেও সেগুলি বাক্য নয়,** কেননা অর্থহীন। যেমন—

সবুজ ধারণাটি ঘুমাচ্ছে।
সাত সংখ্যাটি নীল।
দ্বিঘাত সমীকরণ খেলা করতে যায়।

সে একটা থামের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল।
বইগুলি বিড়ালছানা পান করে।
তোমার হাত ঘড়িটা বিশ্বের ওপরে।
১-এর বর্গমূল লাল, ইত্যাদি।

এইসব বাক্যকে কেন অর্থহীন বলা হবে?— অধ্যাপক হস্‌পার্স এই প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিয়েছেন— '**এ জাতীয় বাক্যকে 'অর্থহীন' না বলে 'মিথ্যা' বললে তাদের অতিরিক্ত মর্যাদা বা মূল্য দেওয়া হয়।** অর্থহীন বাক্যকে 'মিথ্যা' বলাও যায় না—কোন বাক্যের অর্থবোধ না হলে বাক্যটির সত্যমূল্য বিচার (সত্য না মিথ্যা-এমন বিচার) হতে পারে না। কোন বাক্যকে তাই 'মিথ্যা' বলতে গেলে এটা মানতে হয় যে, বাক্যটির অর্থবোধ আমাদের হয়েছে অর্থাৎ বাক্যটি অর্থপূর্ণ। উপরোক্ত বাক্যগুলির যেকোন একটিকে 'মিথ্যা' বলতে হলে, এই যুক্তিতে, তাদের প্রত্যেকটিকে 'অর্থপূর্ণ' বলতে হয়। 'সবুজ ধারণাগুলি ঘুমাচ্ছে' এই বাক্যটি অর্থপূর্ণ এবং মিথ্যা হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেবে— 'সত্য কথাটি তাহলে কি হবে'? তাহলে কি বলতে হবে 'সবুজ ধারণাগুলি জেগে আছে, খেলা করছে'? অথবা বলতে হবে, 'সবুজ নয়, লাল ধারণাগুলি ঘুমাচ্ছে'? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের জানা নেই। ধারণা কি রঙিন (লাল/সবুজ) হতে পারে, তারা কি ঘুমাতে অথবা খেলা করতে পারে?— এজাতীয় প্রশ্ন আমাদের কাছে বিভ্রান্তিকর। কাজেই এজাতীয় বাক্যকে 'মিথ্যা' না বলে 'অর্থহীন' বলাই সমীচীন।

অর্থহীনতার (অথবা অর্থপূর্ণতার) মনদণ্ড সম্পর্কেও দার্শনিকদের মধ্যে ঐক্যমত নেই। একই বাক্যকে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন দার্শনিক অর্থহীন বলেন। তেমনি আবার, অনেক বাক্য সম্পর্কে, বিশেষ করে ধর্মীয়বাক্য সম্পর্কে, বিভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন— 'ঈশ্বর আছেন', 'ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন', 'ঈশ্বর আমাদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করেন', 'ঈশ্বর হলেন বহুকে নিয়ে এক' ইত্যাদি বাক্যকে অনেকে বলেন অর্থহীন, অনেকে বলেন অর্থপূর্ণ কিন্তু মিথ্যা, আবার অনেকে বলেন অর্থপূর্ণ সত্যবাক্য, এবং তাঁরা নিজ নিজ অভিমতের সমর্থনে যুক্তিও প্রদর্শন করেন। কাজেই, বাক্যার্থের মানদণ্ড সম্পর্কে সর্বজনসম্মত কোন মানদণ্ড নেই। **অধ্যাপক হস্‌পার্স অবশ্য অর্থপূর্ণতার (বা অর্থহীনতার) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডের উল্লেখ করেছেন।** যথা—

অর্থপূর্ণতার মানদণ্ড

(১) কল্পনাযোগ্যতা (*Imaginability*) : বাক্যার্থ নির্ধারণের এই মানদণ্ড অনুসারে, **কোন বাক্যকে অর্থপূর্ণ বলা যাবে যদি ঐ বাক্যোক্ত বিষয়ের বা পরিস্থিতির কল্পনা আমরা করতে পারি।** যদিও আমরা জানি বরফ লাল হয় না, তবু লাল বরফের কল্পনা আমরা করতে পারি, লাল বরফের মনশ্চিত্র আমরা গঠন করতে পারি। কাজেই, বাস্তবে বরফ লাল না হলেও, কল্পনাযোগ্যতা মানদণ্ড অনুসারে, 'বরফ হয় লাল' বাক্যটি অর্থপূর্ণ হবে। তেমনি, নরসিংহ (মানুষের দেহে সিংহের মাথা), মৎসকন্যা (মাছের দেহে স্ত্রীলোকের মাথা), হাঁসজারু (অর্ধাঙ্গ হাঁসের আর অর্ধাঙ্গ সজারুর) বাস্তবে না থাকলেও ঐসব বিষয়ের কল্পনা আমরা করতে পারি অর্থাৎ তাদের মানস-প্রতিরূপ গঠন করতে পারি। এজন্য নরসিংহ ইত্যাদি বিষয়ক বাক্যগুলিও এই মানদণ্ড অনুসারে, অর্থপূর্ণ বলে গ্রাহ্য হবে। **এই মানদণ্ড অনুসারে কেবল সেইসব বাক্যই অর্থহীন বলে গণ্য হবে যেখানে বাক্যোক্ত বিষয় বা পরিস্থিতিকে আমরা কল্পনা করতে পারিনা, তাদের মনশ্চিত্র গঠন করতে পারিনা।**

সমালোচনা ● Criticism

অধ্যাপক হস্‌পার্স অর্থপূর্ণতার এই মানদণ্ডটিকে সঠিক বলেননি, কেননা মানদণ্ডটি গ্রহণ করলে অনেকে অর্থপূর্ণ বাক্যকেও অর্থহীন বলতে হয়।

১। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে বাক্যে উল্লিখিত বিষয় বা পরিস্থিতি কল্পনা করা না গেলেও বাক্যটি অর্থপূর্ণ হয়। 'কোটিভূজক্ষেত্র' কথাটির মানে আমরা জানি কিন্তু কোটিভূজ ক্ষেত্রের মানসিক ছবি আমরা গঠন করতে পারি না। তর্কের খাতিরে যদি কেউ বলে যে, সে বিষয়টির মনশ্চিত্র গঠন করতে পারে তাহলে তাকে কোটিভূজ ক্ষেত্রের প্রতিরূপের সঙ্গে কোটিভূজএক ক্ষেত্রের প্রতিরূপের পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে, যা তার পক্ষেও সম্ভব হবে না। কাজেই, মানতে হয় যে, কোটিভূজ ক্ষেত্রের কল্পনা সম্ভব নয়, যদিও কোটিভূজক্ষেত্র বিষয়ক বাক্যের অর্থ আমরা জানি।

২। আবার, এমন অনেক অর্থপূর্ণ বাক্য আছে যেখানে বাক্যোক্ত বিষয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত বিষয় নয়, যেখানে বিষয়টি এমনই অমূর্ত যার কোন মানস-প্রতিরূপ গঠন করা সম্ভব হয় না। যেমন, সততা, দয়া, বিচক্ষণতা, ইত্যাদি। 'সততা একটি কাঙ্খিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য', কথাটি শুনে আমাদের মনে ঐ সততা সম্পর্কে কোন মনশ্চিত্র আবির্ভূত হয় না। কথাটি শুনে আমাদের মনে যদি কোন মনশ্চিত্রের আবির্ভাব ঘটে তাহলে তা হবে বিশেষ কোন ব্যক্তির ন্যায়নিষ্ঠ সৎ আচরণের মনশ্চিত্র, বিশুদ্ধ সততার নয়। বিশেষ কোন সৎ আচরণ এবং সততা অভিন্ন বিষয় নয়। কাজেই মানতে হয় যে সততার মনশ্চিত্র সম্ভব নয়। কিন্তু সততার মনশ্চিত্র সম্ভব না হলেও সততা বিষয়ক বাক্য আমাদের কাছে অর্থহীন নয়। 'সততা একটি কাঙ্খিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য' বাক্যটি আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ।

৩। সর্বোপরি, কল্পনাযোগ্যতাকে অর্থের মানদণ্ড বললে কোন বাক্যের সাধারণ অর্থ বলে, সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ বলে কিছু থাকতে পারে না। কল্পনা-সামর্থ্য সব মানুষের একরকম হয় না, ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। একই বাক্যে বর্ণিত বিষয়কে একজন একভাবে, অন্য ব্যক্তি অন্যভাবে কল্পনা করতে পারে, আবার অন্য কোন ব্যক্তি হয়ত কোন ভাবেই কল্পনা করতে পারে না। এমনক্ষেত্রে প্রথম দুইজন ব্যক্তির কাছে বাক্যটির দুটি ভিন্ন অর্থ হবে, তৃতীয় ব্যক্তির কাছে বাক্যটি অর্থহীন হবে। **বাক্যার্থের এই রকম ব্যক্তিনির্ভর মানদণ্ডকে যুক্তিযুক্তরূপে গণ্য করা যায় না।**

(২) **বর্ণনাযোগ্যতা** (*Describability*) : বাক্যার্থ নির্ধারণের এই মানদণ্ড অনুসারে, **একটি বাক্যকে অর্থপূর্ণ বলা যাবে যদি সমার্থক শব্দ বা অন্য কোন শব্দের সাহায্যে বাক্য-উল্লেখিত পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়।** অর্থাৎ একটি বাক্যে উল্লেখিত পরিস্থিতিকে যদি অন্য বাক্যে বর্ণনা করা যায় তাহলে মূল বাক্যটি অর্থপূর্ণ হবে, আর বর্ণনা করা না গেলে তা অর্থহীন হবে। এক বাক্যের অর্থকে বুঝতে হলে তাকে অন্য বাক্যে, ভিন্ন শব্দযুক্ত বাক্যে প্রকাশ করতে হয়। 'ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে' বাক্যটি অর্থপূর্ণ, কেননা বাক্যটিতে যে পরিস্থিতির কথা বলা হয় তাকে আমরা এভাবে, সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করে, বর্ণনা করতে পারি— 'ঈশান দিকের আকাশে জমে থাকা মেঘ প্রবল গতিতে এই দিকে এগিয়ে আসছে'। দুর্বোধ্য বাক্যের অর্থকে আমরা সাধারণত এভাবেই প্রকাশ করে থাকি।

সমালোচনা ● (Criticism)

অধ্যাপক হস্‌পার্স অর্থের এই মানদণ্ডটিকেও সমর্থন করেননি; কেননা—

প্রথমত, বাক্যে উল্লেখিত পরিস্থিতির বর্ণনার জন্য অনেক সময় সমার্থক শব্দ অথবা প্রায় সমার্থক শব্দ থাকে না। আবার, সমার্থক শব্দ থাকলেও তার দ্বারা পরিস্থিতি বর্ণনা করা যায় না; কেননা এমন হতে পারে যে, শ্রোতা ঐ শব্দের অর্থ জানে না।

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় আবার কোন শব্দের মাধ্যমেই পরিস্থিতির বর্ণনা করা যায় না। এখানে কেবল বিষয়-প্রদর্শনের মাধ্যমে বাক্যের অর্থ প্রকাশ করতে হয়, এবং বিষয় প্রদর্শন বিষয়ের বর্ণনা নয়। যেমন, 'আমি উদ্বিগ্ন বোধ করছি' বাক্যটি কেবল তার কাছেই অর্থপূর্ণ হবে যে কোন না কোন সময় উদ্বিগ্ন বোধ করেছে এবং ঐ বোধের ওপর নির্ভর করে সে 'উদ্বিগ্ন' শব্দটির অর্থ জেনেছে। কিন্তু যার কখনো উদ্বেগের অভিজ্ঞতা হয়নি এবং ফলত 'উদ্বেগ' শব্দটির মানে জানা নেই, তার কাছে 'আমি উদ্বিগ্ন বোধ করছি' এই অর্থপূর্ণ বাক্যটি অর্থহীন মনে হবে। **এই প্রকারে, অপরোক্ষ আত্ম-অনুভব সংক্রান্ত সব বাক্যকেই অর্থহীন বলতে হবে, যদিও এজাতীয় বাক্যকে আমরা অর্থপূর্ণরূপে গণ্য করি।** কাজেই বলতে হয় যে, অর্থপূর্ণতার এই মানদণ্ডটি **অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট**—অনেক অর্থপূর্ণ বাক্য (যেমন, 'আমি উদ্বিগ্ন বোধ করছি') এই মানদণ্ড অনুসারে অর্থহীনরূপে গ্রাহ্য হবে।

তৃতীয়ত, এই মানদণ্ড অনুসারে আবার অনেক অর্থহীন বাক্য অর্থপূর্ণ বাক্যের মর্যাদা লাভ করে, অর্থাৎ মানদণ্ডটি গ্রহণ করলে অনেক অর্থহীন বাক্যকে অর্থপূর্ণ বলতে হয়। অনেকে এমন দাবী করতে পারেন যে তথাকথিত অর্থহীন বাক্যে যেসব পরিস্থিতির কথা বলা হয় তাদেরও বর্ণনা করা চলে; কাজেই ঐ সব বাক্য আসলে অর্থপূর্ণ, অর্থহীন নয়। দুটি বাক্যের— একটি অর্থপূর্ণ কিন্তু মিথ্যা, অন্যটি সাধারণভাবে অর্থহীন (কাজেই, না সত্য, না মিথ্যা)— উল্লেখ করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা গেল ঃ (১) 'ঝরণার জল পাহাড়ের ওপর দিকে বয়ে যাচ্ছে' এবং

(২) 'শনিবার বিছানায় শুয়ে আছে'। প্রথম বাক্যটির, যা অর্থপূর্ণ কিন্তু মিথ্যা, পরিস্থিতি বর্ণনায় বলা যায় যে— 'ঝরণার জল যে পাহাড়ের ওপর দিকে বয়ে যাচ্ছে, এটাই হল বাক্য-উল্লিখিত পরিস্থিতি'। একইভাবে দ্বিতীয় বাক্যের পরিস্থিতি বর্ণনায় অনেকে বলেন যে, 'শনিবার যে বিছানায় শুয়ে আছে, এটাই হল বাক্য-উল্লিখিত পরিস্থিতি'। এঁদের মতে, দ্বিতীয় বাক্যের পরিস্থিতিকে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে বলা যায়,'শুক্রবারের পরের দিন শনিবার বিছানায় শুয়ে আছে, এটাই হল পরিস্থিতি।' কিন্তু এভাবে (কষ্ট-কল্পিতভাবে) দ্বিতীয় বাক্য-সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির বর্ণনা করা গেলেও ঐ উদ্ভট বাক্যটিকে আমরা অর্থপূর্ণ বলতে পারিনা। কাজেই, বলতে হয় যে অর্থপূর্ণতার এই মানদণ্ডটি **অতিব্যাপক দোষেও দুষ্ট**—অনেক অর্থহীনবাক্য (যেমন—'শনিবার বিছানায় শুয়ে আছে') এই মানদণ্ড অনুসারে অর্থপূর্ণরূপে গ্রাহ্য হয়। বর্ণনাযোগ্যতাকে এজন্য অর্থপূর্ণতার মানদণ্ডরূপে গণ্য করা সঙ্গত হবে না।

(৩) **সত্যতার শর্তাবলী** (*Truth-conditions*) : অর্থপূর্ণতার এই মানদণ্ড অনুসারে, **যদি কোন্ অবস্থায় একটি বচন সত্য হতে পারে তা বলা যায়, তাহলেই বচনটিকে অর্থপূর্ণ বলা যাবে।** অবশ্য বচনটি সত্য না হয়ে মিথ্যা হলেও কোন ক্ষতি নেই। কোন্ অবস্থায় বচনটি সত্য হতে পারে, এইটুকু বলা গেলেই বচনটিকে অর্থপূর্ণরূপেগণ্য করা যাবে। আমরা জানি যে ঝরণার জল পাহাড় গড়িয়ে নীচে নামে। আমরা জানি যে, 'ঝরণার জল পাহাড়ের ওপর দিকে উঠে যায়' বচনটি আদৌ সত্য নয়, মিথ্যা। তবে, বচনটি মিথ্যা হলেও আমরা এটা বলতে পারি যে কোন্ অবস্থায় বচনটি সত্য হতে পারে। 'ঝরণার জল যদি নীচে না নেমে পাহাড়ের ওপরের দিকে ওঠে তাহলে কথাটি সত্য হবে'—এটা আমরা বলতে পারি। কাজেই বচনটি অর্থপূর্ণ।

সমালোচনা ● (Criticism)

অর্থপূর্ণতার এই মানদণ্ডটিকেও অধ্যাপক হস্‌পার্স সমর্থন করেননি, কেননা বর্ণনাযোগ্যতা মানদণ্ডের সঙ্গে এই মানদণ্ডটির তেমন কোন প্রভেদ নেই। বর্ণনাযোগ্যতা মানদণ্ডে 'পরিস্থিতি বর্ণননা'র কথা বলা হয়, আর 'সত্যতার-শর্ত' মানদণ্ডটিতে 'সত্য হবার মতো অবস্থাকে বলা'র কথা বলা হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে এই দুটি বাক্যাংশের ব্যঞ্জনা একই।' 'পরিস্থিতির বর্ণনা' যেমন বাচনিক, 'অবস্থার বিবরণ'ও তেমনি বাচনিক। যেখানে সমার্থক শব্দ বা অনুরূপ শব্দ থাকে না সেখানে বচনের মাধ্যমে যেমন পরিস্থিতির বর্ণনা (বর্ণনাযোগ্যতা) করা যায় না, তেমনি 'অবস্থার বিবরণ' (সত্যতার শর্ত) দেওয়াও যায় না।

কাজেই, যেসব দোষের জন্য বর্ণনাযোগ্যতা মানদণ্ডটিকে গ্রহণ করা যায় না, সেই একই প্রকার দোষের জন্য এই মানদণ্ডটিকেও গ্রহণ করা যায় না। (দোষগুলি ২ ও ৩ উল্লেখ কর)

তাছাড়া, 'পরিস্থিতির বর্ণনায়' যেমন মূল বচনটির পুনরাবৃত্তি করতে হয়, তেমনি 'সত্য হবার মতো অবস্থার উল্লেখ' করতে গেলেও মূল বচনটির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। যেমন, 'শনিবার বিছানায় শুয়ে আছে' এই বচনটির অর্থপূর্ণতা প্রসঙ্গে বলতে হয়—'শনিবার বিছানায় শুয়ে আছে এটাই হল সেই অবস্থা যা বচনটিকে সত্য হতে সাহায্য করে'।

স্পষ্টতই, এই মানদণ্ড (সত্যতার শর্ত) অনুসারে যে-কোন অর্থহীন বচনকে অর্থপূর্ণরূপে গণ্য করতে হয়; কেননা প্রত্যেক অর্থহীন বচন প্রসঙ্গে এমন বলা যেতে পারে যে—ঐ বাক্যে যে অসম্ভব অবস্থার কথা বলা হয়েছে তাকে সম্ভব বলতে (বিবরণ দিতে) পারলে বচনটি অর্থপূর্ণ হবে। শনিবারের বিছানায় শুয়ে থাকার মতো অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করার মতো অবস্থার উল্লেখ করতে পারলেই ঐ অর্থহীন বচনটি অর্থপূর্ণ হবে। স্পষ্টতই, এই অতিব্যাপক মানদণ্ডটি অনুসরণ করলে অর্থপূর্ণ এবং অর্থহীন বচনের প্রভেদ লুপ্ত হয়।

(৪) **অনুরূপ বিষয় বা পরিস্থিতি জানা** (*Knowing what it is like*) : **এই মানদণ্ড অনুসারে, বাক্যোক্ত পরিস্থিতি বর্ণনা করা না গেলও, বাক্যটি কোন অবস্থায় সত্য হবে তা বলা না গেলেও, বাক্যটিকে অর্থপূর্ণ বলা যাবে যদি বাক্যটিকে সত্যরূপে গণ্য করার মতো অনুরূপ কোন বিষয় বা পরিস্থিতির উল্লেখ করা যায়।** আমরা জানি 'বরফ সাদা' কথাটা সত্য এবং 'বরফ গোলাপী' কথাটা মিথ্যা। 'বরফ গোলাপী' কথাটা মিথ্যা হলেও পরিস্থিতি কিসের অনুরূপ হলে কথাটা সত্য হতে পারে তা আমরা বলতে পারি। বরফ যে জমাট জল তা আমরা জানি, আবার গোলাপী রঙ যে একটা বস্তুধর্ম তাও আমরা জানি। বরফে গোলাপী রঙ আশ্রিত হবার মতো অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা দিলে 'বরফ গোলাপী' কথাটা সত্য হবে, এটা আমরা বলতে পারি। কাজেই, 'বরফ গোলাপী'

কথাটা বাস্তবে মিথ্যা হলেও অর্থপূর্ণ। তেমনি আমরা জানি 'মাছিরা ওড়ে' কথাটা সত্য এবং 'হাতীরা ওড়ে' কথাটা মিথ্যা। তবে 'হাতীরা ওড়ে' কথাটা মিথ্যা হলেও পরিস্থিতিটা কিসের অনুরূপ হলে কথাটা সত্য হতে পারে তা আমরা বলতে পারি। ওড়া-ক্রিয়াটি (মাছির মতো) হাতীর বৈশিষ্ট্য হলে 'হাতিরা ওড়ে' কথাটা যে সত্য হবে তা আমরা জানি। কাজেই 'হাতীরা ওড়ে' কথাটা মিথ্যা হলেও অর্থপূর্ণ। কিন্তু 'শনিবার ঘুমাচ্ছে' কথাটি অর্থহীন, কেননা আমরা এমন কোন অনুরূপ পরিস্থিতির উল্লেখ করতে পারিনা যেখানে কথাটা সত্য হতে পারে।

স্পষ্টতই, যেখানে বাক্যোক্ত পরিস্থিতির বা বিষয়ের অনুরূপ পরিস্থিতি বা বিষয় থাকে সেখানে এই মানদণ্ডটি প্রয়োগ করে সহজেই বলা যায় যে বাক্যটি অর্থপূর্ণ। যে লোক কাল্‌মেঘ পাতার স্বাদ জানে না কিন্তু অনুরূপ নিমপাতার (অনুরূপতার মধ্যে মিল এবং অমিল দুটোরই প্রয়োজন) স্বাদ জানে, তার কাছে 'কাল্‌মেঘ পাতার স্বাদ নিমপাতার স্বাদের মতো তেতো' কথাটা অর্থপূর্ণ হবে। যেখানে বাক্যোক্ত বিষয় বা পরিস্থিতির অনুরূপ বিষয় বা পরিস্থিতি থাকে না সেখানেই বাক্যটি অর্থহীন হয়। যেমন— 'শনিবার ঘুমাচ্ছে'। এখানে 'শনিবারের ঘুমটা রবিবারের ঘুমের মতো' এমন বলা যাবে না, কেননা রবিবারও শনিবারের মতো সপ্তাহের একটা বার বা দিন এবং এমন ক্ষেত্রে 'রবিবারের ঘুমটা কার মতো'? এমন প্রশ্ন দেখা দেবে। কাজেই বলতে হয় যে, 'শনিবার ঘুমাচ্ছে' কথাটা অর্থহীন।

সমালোচনা ● (Criticism)

অর্থপূর্ণতার এই মানদণ্ডটি আসলে 'বর্ণনাযোগ্যতা' মানদণ্ডের নামান্তর মাত্র। 'পরিস্থিতির বর্ণনা' যেমন শাব্দিক, 'অনুরূপ বিষয় বা পরিস্থিতির উল্লেখ'ও তেমনি শাব্দিক। উভয় ক্ষেত্রে শব্দকে আশ্রয় করে বিবরণ দিতে হয়। হস্‌পার্স এই মানদণ্ডটির (অনুরূপ বিষয় বা পরিস্থিতি জানা) দুটি দোষের উল্লেখ করেছেন ঃ

(১) বাক্যোক্ত বিষয় বা পরিস্থিতির অনুরূপ বিষয় বা পরিস্থিতিকে বোঝাতে গেলে ঐ বাক্যের অন্তর্গত শব্দের সমার্থক শব্দের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনেক সময় বাক্যের অন্তর্গত শব্দের সমার্থক শব্দ থাকে না। এমন ক্ষেত্রে অনুরূপ বিষয় বা পরিস্থিতিটা কেমন তা বোঝানো যায় না এবং তার ফলে অনেক অর্থপূর্ণ বাক্যকে অর্থহীন বলতে হয়। 'লাল'-এর সমার্থক শব্দ হয় না। লাল কেবল লালই, ...কোন কিছুর অনুরূপ নয়। তাহলে 'আমার লাল-এর সংবেদন হচ্ছে' এই অর্থপূর্ণ বাক্যটিকে এই মানদণ্ড অনুসারে অর্থহীন বলতে হয়।

(২) এমন কিছু অর্থপূর্ণ বাক্য আছে যেখানে বাক্যোক্ত বিষয় বা পরিস্থিতির অনুরূপ বিষয় নেই। 'আমার মাথা-ব্যাথা করছে' এই বাক্যে যে বিষয়ের কথা বলা হয়েছে তার অনুরূপ কোন বিষয় নেই। 'মাথা-ব্যাথা কেবল মাথা-ব্যাথাই—দাঁত ব্যাথা, পেট-ব্যাথা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'কাল্‌মেঘ পাতার স্বাদ নিমপাতার স্বাদের মতো' এমন বলা গেলেও একথা বলা যাবে না যে 'মাথা-ব্যাথা দাঁত-ব্যাথার মতো'। কাজেই, এই মানদণ্ড অনুসারে 'আমার মাথা-ব্যাথা করছে' এই অর্থপূর্ণ বাক্যটিকে অর্থহীন বলতে হয়।

[উল্লিখিত প্রত্যেকটি শর্ত অর্থপূর্ণতার মানদণ্ডরূপে দোষদুষ্ট। পরবর্তী মানদণ্ডগুলিকে হস্‌পার্স অপেক্ষাকৃত উন্নত মতবাদ বলেছেন যদিও সেগুলিও দোষমুক্ত নয়।]

(৫) **প্রসঙ্গবিভ্রমজনিত অর্থহীনতা** (*Meaninglessness outside a given context*) : যে কোন শব্দকে যে কোন প্রসঙ্গে ব্যবহার করা যায় না, বিশেষ রকম শব্দকে বিশেষ প্রসঙ্গেই ব্যবহার করা চলে। এভাবেই আমাদের শব্দ-শিক্ষা হয় এবং তার ফলে আমরা বিশেষ প্রসঙ্গে কেবল বিশেষ শব্দকেই ব্যবহার করি। **যে প্রসঙ্গে যে শব্দটি ব্যবহার করা চলে, সেই শব্দটিকে ভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করলে শব্দটি অর্থহীন হয়। অর্থহীনতার এই শর্তটিকে বলা হয় 'প্রসঙ্গবিভ্রম'।** যেমন—

'ওপরে', 'নীচে', 'মাঝখানে' ইত্যাদি শব্দকে দৈশিক (*spatial*) প্রসঙ্গে ব্যবহার করলে তবেই শব্দগুলি অর্থপূর্ণ হতে পারে। ভিন্ন প্রসঙ্গে অর্থাৎ অদৈশিক প্রসঙ্গে ব্যবহার করলে **শব্দগুলি অর্থহীন হয়।** দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো গেল ঃ

'ফুলদানীটা টেবিলের ওপরে'

কথাটি অর্থপূর্ণ, কেননা দেশজুড়ে অবস্থিত টেবিল প্রসঙ্গে এখানে দেশজুড়ে অবস্থিত ফুলদানীকে 'ওপরে' বলা হয়েছে। তেমনি—

'ফুলদানীটা ঝাড়বাতিটার নীচে'

কথাটিও অর্থপূর্ণ, কেননা দেশে অবস্থিত ঝাড়বাতি প্রসঙ্গে দেশে অবস্থিত ফুলদানীকে 'নীচে' বলা হয়েছে।

কিন্তু

১. 'ফুলদানীটা কালের ওপরে'

২. 'ঝাড়বাতিটা বিশ্বের নীচে'

৩. বস্তুটি ২-এর ওপরে/নীচে

এসব কথা অর্থহীন, কেননা 'ওপরে' বা 'নীচে' যে প্রসঙ্গে ব্যবহার করা প্রথাসিদ্ধ, সেই প্রসঙ্গে ব্যবহার না করে ভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রথম বাক্যে কাল কোন দৈশিক পদার্থ নয় বলে কাল প্রসঙ্গে 'ওপরে' শব্দটি অর্থহীন।

দ্বিতীয় বাক্যে, বিশ্ব হল সর্বগ্রাসী, সবই—দেশ, কাল, সবই— বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। সর্বগ্রাসী বিশ্বের 'ওপর' 'নীচ' বলে কিছু থাকতে পারে না। কাজেই বিশ্ব-প্রসঙ্গে 'নীচে' (অথবা 'ওপরে') শব্দটি অর্থহীন।

তৃতীয় বাক্যে, সংখ্যা কোন দৈশিক বিষয় নয়। সংখ্যা প্রসঙ্গে 'ওপরে'/'নীচে' শব্দ অর্থহীন।

একইভাবে, 'মাঝখানে' শব্দটি বিশেষ প্রসঙ্গে অর্থপূর্ণ, ভিন্ন প্রসঙ্গে অর্থহীন। দুটি বস্তু প্রসঙ্গে শব্দটি অর্থপূর্ণ, একটিমাত্র বস্তু প্রসঙ্গে শব্দটি অর্থহীন। যেমন—

১. 'সে দুটি স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল'

২. 'সে একটি স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল'

প্রথম বাক্যটি অর্থপূর্ণ, কেননা দুটি স্তম্ভ প্রসঙ্গে 'মাঝখানে' শব্দটি অর্থপূর্ণ।

দ্বিতীয় বাক্যটি অর্থহীন, কেননা একটিমাত্র স্তম্ভ প্রসঙ্গে 'মাঝখানে' শব্দটি অর্থহীন। এখানে 'প্রসঙ্গ-বিভ্রম' দোষের জন্য বাক্যটি অর্থহীন হয়েছে।

তেমনি, **'বড়' শব্দটি আপেক্ষিক প্রসঙ্গে অর্থপূর্ণ কিন্তু নিরপেক্ষ প্রসঙ্গে অর্থহীন।** 'বড়-ছোট' দুটি সাপেক্ষ পদ। বড়-এর প্রেক্ষিতে একটি বস্তুকে 'ছোট' বলা চলে, তেমনি ছোট-এর প্রেক্ষিতে একটি বস্তুকে 'বড়' বলা চলে। অন্তত দুটি বস্তু থাকলে তবেই তাদের একটিকে অন্যটি অপেক্ষা 'বড়' বলা চলে, অর্থাৎ 'বড়' শব্দটি অর্থপূর্ণ হয়। ('ছোট' শব্দটির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য)। কাজেই, একটি মাত্র বস্তু প্রসঙ্গে 'বড়' (অথবা 'ছোট') শব্দটি অর্থহীন। যেমন—

১. 'ক হল খ-এর থেকে বড়/ছোট'

২. 'ক হল বড়/ছোট'

প্রথম বাক্যটি অর্থপূর্ণ, কেননা ক-প্রসঙ্গে খ-কে (দুটি বস্তু বা ব্যক্তি) 'বড়' বা 'ছোট' বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত বাক্যটি অর্থহীন, কেননা কেবল একটিমাত্র বস্তু বা ব্যক্তি ক-প্রসঙ্গে 'বড়'/'ছোট' শব্দটি অর্থহীন। এখানে অর্থহীনতার কারণ হল প্রসঙ্গ-বিভ্রম।

তেমনি আবার, বিশেষ প্রসঙ্গে 'গতি' (*motion*) শব্দটি অর্থপূর্ণ, ভিন্ন প্রসঙ্গে অর্থহীন। এই শব্দটি সাপেক্ষ— 'গতি-স্থিতি'। 'গতি' বলতে বোঝায় 'স্থানগত পরিবর্তন', যেখানে বস্তুটির পরিবর্তন হলেও স্থানটি একই থাকে। স্থানের অপরিবর্তনীয়তা প্রসঙ্গে যাকে 'নিশ্চল' বা 'গতিহীন' বলা হয়, স্থানের পরিবর্তনশীলতা প্রসঙ্গে তাকেই 'সচল' বা 'গতিশীল' বলতে হয়। যেমন—

১. ঘরের মেঝে প্রসঙ্গে টেবিলটি গতিশীল নয় (টেবিলটি মেঝের একই স্থানে থাকে)

২. ঘর প্রসঙ্গে মেঝেটি গতিশীল নয় (মেঝেটি ঘরের যেখানে ছিল সেখানে আছে)

৩. পৃথিবী প্রসঙ্গে বাড়িটি গতিশীল নয় (বাড়িটি পৃথিবীর যেখানে ছিল সেখানেই আছে)

কিন্তু পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমণ প্রসঙ্গে (প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল বেগে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে)—

১. টেবিলটি গতিশীল

২. ঘরটি গতিশীল

৩. বাড়ীটি গতিশীল

এসব কথাও অর্থপূর্ণ।

[illegible] উল্লেখ না করে যদি টেবিল, ঘর, বাড়ী ইত্যাদিকে [illegible] প্রকার-বিভ্রম দোষ ঘটবে।

[illegible] অর্থহীন। [illegible] 'ঘুম' শব্দটি [illegible] এক প্রকারের দোষের জন্যও কথাটি [illegible] অর্থহীন। [illegible] (category mistake)। এক প্রকার শ্রেণীর ধর্ম অন্য প্রকার শ্রেণীতে আরোপ [illegible] প্রতি আরোপিত হওয়ার জন্যও বাক্যটি অর্থহীন [illegible] কিছু সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যও আছে। এজন্য [illegible] প্রকার-বিভ্রমকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন।

(৬) প্রকার-বিভ্রম জনিত অর্থহীনতা (*Meaninglessness due to Category Mistake*) : আমরা চিন্তা বা আলোচনার বিষয়গুলিকে কোন না কোন শ্রেণী (*class*) বা প্রকারের (*category*) অন্তর্গত করে [illegible] শ্রেণীর কতকগুলি শ্রেণীধর্ম দিয়ে আমরা তাদের উল্লেখ করি। অর্থাৎ আমাদের চিন্তার বা আলোচনার বিষয় [illegible] বস্তু এবং বস্তুধর্ম। জগতে নানা প্রকারের বস্তু আছে এবং তাদের ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন। এক প্রকারের বস্তুতে অন্য প্রকার বস্তুর ধর্ম প্রয়োগ করা যায় না, করলে প্রকার-বিভ্রম দোষ ঘটে। যে গুণবাচক শব্দটি এক প্রকারের বস্তুর বিশেষণ, সেই গুণবাচক শব্দটি অন্য প্রকারভুক্ত বস্তুতে প্রয়োগ করলে শব্দটির অপপ্রয়োগ হয় এবং ঐ শব্দ যে বাক্যের অন্তর্গত হবে বাক্যটি অর্থহীন হয়। এই অর্থহীনতার মূলে হল প্রকার-বিভ্রম। মানুষ হল বিশেষ এক প্রকারের প্রাণী যার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে; গাছ আর এক প্রকারভুক্ত বস্তু যার বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এখন, মানুষের বৈশিষ্ট্য গাছে অথবা গাছের বৈশিষ্ট্য মানুষে প্রয়োগ করে কোন উক্তি করলে তা অর্থহীন হবে। তেমনি বই হল এক প্রকারের জড় পদার্থ। বই-এর বৈশিষ্ট্য হল— পড়ার জন্য ব্যবহার করা, পৃষ্ঠা থাকা, পৃষ্ঠায় মুদ্রিত অক্ষর থাকা, বিশেষ আকার, আয়তন ও ওজন ইত্যাদি থাকা। কাজেই, বই সম্পর্কে যদি নিম্নের উক্তিগুলি করা হয় তাহলে উক্তিগুলি অর্থহীন হবে—

১. বইগুলি সংখ্যা
২. বইগুলি বই পড়ে
৩. বইগুলি সপ্তাহের এক একটা দিন

প্রথম বাক্যটি অর্থহীন, কেননা সংখ্যা অকালিক, বই কালিক। কালিক প্রকারভুক্ত বই-তে অকালিক বৈশিষ্ট্য (সংখ্যা) প্রয়োগ করলে প্রকারবিভ্রম দোষ ঘটে।

দ্বিতীয় বাক্যটি অর্থহীন, কেননা বই অচেতন প্রকারভুক্ত, কিন্তু 'পড়া' বৈশিষ্ট্যটি বুদ্ধিমান চেতন জীবের। এখানে বুদ্ধিমান চেতনজীবের বৈশিষ্ট্য অচেতন বই-এ প্রয়োগ করার জন্য প্রকারগত বিভ্রম ঘটেছে।

তৃতীয় বাক্যটি অর্থহীন। বই এবং সপ্তাহ দুটি ভিন্ন প্রকারভুক্ত বিষয়। এখানে সপ্তাহের বৈশিষ্ট্য 'দিন' বই-এ আরোপ করার জন্য প্রকার-বিভ্রম ঘটেছে।

অধ্যাপক হস্‌পার্স বিভিন্ন রকম দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে প্রকার-বিভ্রম জনিত অর্থহীনতাকে বুঝিয়েছেন—

(ক) মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে, আমাদের পাঁচটি বাহ্যেন্দ্রিয়ের এক একটি ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করলে যেসব সংবেদন জাগ্রত হয় তারা ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক এক এক প্রকারের (জাতির-*genns*) অন্তর্গত। যেমন, নাসিকা ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করলে যেসব সংবেদন জাগ্রত হয়— সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, ঝাঁঝালো গন্ধ ইত্যাদি—সেসবই ঘ্রাণ-সংবেদন প্রকারভুক্ত। নাসিকাকে তাই 'ঘ্রাণেন্দ্রিয়' বলা হয়। তেমনি, চক্ষু ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করলে যেসব সংবেদন জাগ্রত হয়— লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি— সেসবই বর্ণসংবেদন বা দৃষ্টি-সংবেদন-প্রকারভুক্ত। চোখকে তাই 'বর্ণেন্দ্রিয়' বা 'দর্শনেন্দ্রিয়' বলা হয়। তেমনি আবার জিহ্বা-ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করলে যেসব সংবেদন জাগ্রত হয়— মিষ্টি, তেতো, টক্, ঝাল ইত্যাদি— সেসবই রস-সংবেদন বা স্বাদ-সংবেদন-প্রকারভুক্ত। জিহ্বাকে এজন্য 'রসেন্দ্রিয়' বা 'স্বাদেন্দ্রিয়' বলা হয়। একইভাবে, কর্ণেন্দ্রিয় থেকে উৎপন্ন সংবেদন শব্দ-সংবেদন প্রকারভুক্ত; ত্বক-ইন্দ্রিয় থেকে উৎপন্ন সংবেদন স্পর্শ সংবেদন প্রকারভুক্ত। এখন, এক প্রকারভুক্ত সংবেদনের ক্ষেত্রে অন্য প্রকারভুক্ত সংবেদন উল্লেখ করলে প্রকার-বিভ্রম দোষ ঘটে। নিম্নোক্ত বাক্যদুটি প্রকার-বিভ্রম দোষে দুষ্ট এবং সেজন্য অর্থহীন:

১. সে শব্দ দেখছে।
২. আমি গন্ধ আস্বাদন করছি।

প্রথম ক্ষেত্রে শব্দ-সংবেদন প্রকারে দৃষ্টি সংবেদন প্রকারের বৈশিষ্ট্য আরোপিত হওয়ায় বাক্যটি অর্থহীন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গন্ধ-সংবেদন প্রকারে স্বাদ-সংবেদন প্রকারের বৈশিষ্ট্য আরোপিত হওয়ায় বাক্যটি অর্থহীন।

(খ) **জড়বস্তুতে অজড় ধর্ম অথবা অজড় বস্তুতে জড়ধর্ম, অকালিক বস্তুতে কালিক ধর্ম অথবা কালিক বস্তুতে অকালিক ধর্ম প্রয়োগ করলে প্রকার-বিভ্রমজনিত দোষ ঘটে।** লাল, নীল প্রভৃতি জড়বস্তুর ধর্ম। সংখ্যা অজড় বলে লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণ সংখ্যার ধর্ম হতে পারে না।

আবার, জড়বস্তু দৈশিক এবং কালিক। জড়বস্তু মাত্রই দেশ কালে অবস্থান করে। যা দেশ কালে থাকে, তার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, জন্ম ও মৃত্যু আছে, তা চলমান অথবা নিশ্চল। সংখ্যা অদৈশিক এবং অকালিক। সংখ্যা দেশ কালে অবস্থান করে না। সংখ্যার তাই জন্ম বা মৃত্যু নেই, উৎপত্তি বা বিনাশ নেই, চলে না, স্থিরও থাকে না। কাজেই অজড় এবং অকালিক সংখ্যাতে জড় এবং কালিক বস্তুধর্ম 'লাল-নীল', 'জন্ম-মৃত্যু' ইত্যাদি প্রয়োগ করলে প্রকার-বিভ্রম দোষ ঘটে। নীচের বাক্যগুলি প্রকার-বিভ্রম দোষে দুষ্ট এবং সেজন্য অর্থহীন ঃ

১. ৭ সংখ্যাটি লাল।
২. গতকাল ৫ সংখ্যাটির মৃত্যু হয়েছে।
৩. দ্বিঘাত সমীকরণ ঘোড়দৌড় দেখতে যায়।

পরিশেষে হস্‌পার্স বলেন যে, **গুণ অথবা ক্রিয়াতে বস্তুধর্ম আরোপ করলে প্রকার-বিভ্রম হয়। বস্তুধর্ম বস্তুতে থাকে, গুণ অথবা ক্রিয়াতে নয়।**

১. শিশুটি দুধ পান করে।
২. লোকটি ছুটছে।

দুটি বাক্যই অর্থপূর্ণ। বাক্যদুটিতে বস্তুরগুণ/ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। কিন্তু—

১. লাল রঙ দুধ পান করে।
২. সাধুতা ছুটছে।

দুটিই বাক্যই অর্থহীন। বাক্যদুটিতে গুণে/ক্রিয়াতে বস্তুধর্ম প্রয়োগ করা হয়েছে।

(৭) স্ববিরোধিতা জনিত অর্থহীনতা (*Meaninglessness due to self-contradiction*) : যে বাক্যের বক্তব্যের মধ্যে বিরোধ থাকে তা স্ববিরোধী বাক্য। হস্‌পার্স স্ববিরোধী বাক্যকে অর্থহীন বলেছেন যদিও সেই অর্থহীনতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। নীচের বাক্যগুলি স্ববিরোধী ঃ

১. সে একটা চারকোণা বৃত্ত এঁকেছিল।
২. মেয়েটি একটি লাল জামা পড়েও বিবস্ত্র ছিল।
৩. তিনি বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় ছুটতে লাগলেন।
৪. ফাঁকা ঘরটি বই দিয়ে ঠাসা ছিল।

এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলিকে প্রচলিত অর্থাৎ আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে মানতে হবে যে, প্রত্যেক বাক্যে স্ববিরোধিতা ঘটেছে। প্রত্যেক বাক্যে এটাই বলা হয়েছে যে, বাক্যোক্ত বিষয়ের (X—এর) একই সঙ্গে ক এবং না-ক নামক বৈশিষ্ট্য আছে। যুক্তিশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, একই বস্তুতে এককালে দুটি বিরুদ্ধধর্ম ক এবং না-ক থাকতে পারে না। কাজেই, উপরোক্ত বাক্যগুলি স্ববিরোধী এবং স্ববিরোধিতার জন্য তাদের প্রত্যেকটি অর্থহীন।

প্রথম বাক্যটি ধরা যাক্। কোন ক্ষেত্র চারকোণা হলে তা বৃত্ত নয়, বৃত্ত হলে চারকোণা ক্ষেত্র নয়। একই সঙ্গে কোন ক্ষেত্রকে চারকোণারূপে এবং বৃত্তরূপে (অর্থাৎ না-চারকোণারূপে) অঙ্কন করা যায় না। বাক্যটিতে X-ক্ষেত্রে একই সঙ্গে ক এবং না-ক বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করার জন্য তা স্ববিরোধী হয়েছে।

দ্বিতীয় বাক্যটি ধরা যাক্। 'জামা পড়ে থাকা'র অর্থ— পরিধেয় পোষাক থাকা; আর 'বিবস্ত্র থাকার' অর্থ— পরিধেয় কোন পোষাক না থাকা। কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে পোষাক পরে থাকতে এবং বিবস্ত্র থাকতে (অর্থাৎ

(পোষাক না পরে থাকতে) পারে না। বাক্যটিতে X-ব্যক্তিতে একইসঙ্গে ক এবং না-ক বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করার জন্য তা স্ববিরোধী হয়েছে।

তৃতীয় বাক্যটি ধরা যাক। 'বিছানায় শুয়ে থাকা'র অর্থ—'না ছোটা', আর ছুটতে থাকা'র অর্থ—'বিছানায় শুয়ে না থাকা'। কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে বিছানায় শুয়ে থাকতে এবং ছুটতে (অর্থাৎ না শুয়ে থাকতে) পারে না। বাক্যটিতে X-ব্যক্তিতে একইসঙ্গে ক এবং না-ক বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করার জন্য তা স্ববিরোধী হয়েছে।

চতুর্থ বাক্যটি ধরা যাক। 'টাকা'র অর্থ কিছু থাকা, আর 'ফাঁকা'র অর্থ কিছু না থাকা। কোন বস্তু একই সঙ্গে টাকা এবং ফাঁকা (অর্থাৎ কিছু না থাকা) হতে পারে না। বাক্যটিতে X বস্তুতে একই সঙ্গে ক এবং না-ক বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করার জন্য তা স্ববিরোধী হয়েছে।

এজাতীয় **স্ববিরোধী বাক্য, হস্‌পার্স-এর মতে অর্থহীন**। তবে, এপ্রকার স্ববিরোধী বাক্যের অর্থহীনতার কারণ ... কোন কিছুর কল্পনাযোগ্যতা না থাকলেও তা অর্থপূর্ণ ... এমন নয় যে, বহুকোণ বস্তুকে আমরা কল্পনা করতে পারিনা। কোটিভুজক্ষেত্র আমরা কল্পনা করতে পারিনা; কিন্তু তার জন্য 'কোটিভুজক্ষেত্র' শব্দটি দিয়ে কোন বাক্য গঠন করলে তা অর্থহীন হয় না। **স্ববিরোধী বাক্যের অর্থহীনতার কারণ হল—বাক্যবর্ণিত পরিস্থিতির ... স্ববিরোধী, তাই অর্থহীন।**

অনেকে অবশ্য স্ববিরোধী বাক্যকে অর্থহীন বলেন না। এঁদের মতে, এজাতীয় বাক্য অর্থপূর্ণ বলেই স্ববিরোধী ... কোন বাক্যের অর্থবোধ না হলে, তা যে 'স্ববিরোধী' বাক্য—এমন বলা যায় না। 'এটি একটি চতুষ্কোণ বৃত্ত' ... কি বোঝায় তা আমরা জানি বলেই, বাক্যটির অর্থবোধ হয় বলেই, আমরা বলতে পারি বাক্যটি স্বতোমিথ্যা, ... স্ববিরোধী। স্ববিরোধীবাক্য স্বতোমিথ্যা কিন্তু অর্থহীন নয়।

এই অভিমতকে হস্‌পার্স সমর্থন করেননি। হস্‌পার্স স্ববিরোধী বাক্যকে অর্থহীন বলেছেন। 'এটি একটি চারকোণা বৃত্ত'— এই স্ববিরোধী বাক্যটি উল্লেখ করে হস্‌পার্স তাঁর অভিমতের সারবত্তা বুঝিয়েছেন। একথা ঠিক যে, ... অন্তর্গত 'চারকোণা' শব্দটির অর্থ আমরা জানি এবং 'বৃত্ত' শব্দটির অর্থও আমাদের জানা আছে; কিন্তু শব্দদুটির যুক্ত করে 'চারকোণা বৃত্ত' বাক্যাংশটির অর্থ আমাদের জানা নেই। বিচ্ছিন্নভাবে দুটি শব্দের অর্থ থাকলেই ... তাদের সংশ্লিষ্ট করলেও অর্থ থাকবে, এমন কোন নিয়ম নেই।

স্ববিরোধী বাক্যের অর্থহীনতা প্রসঙ্গে হস্‌পার্স আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন— 'ওপর দিকে পড়ে যাওয়া'। ... 'নীচের দিকে নেমে যাওয়া'; 'ওপর দিকে' (*upwards*) ... 'পড়ে যাওয়া' (*fall*) কথাটির অর্থ আমরা জানি— ... কথাটির অর্থও আমাদের জানা; কিন্তু 'ওপর দিকে পড়ে যাওয়া'-এই সমগ্র কথাটির অর্থ আমাদের জানা নেই ... সমগ্র কথাটির কোন মানেই হয় না। কোন কিছু (যথা—X) 'পড়ে যেতে' ... দুটি বিরোধী কথা একসঙ্গে থাকার জন্য ... পারে না। আমরা এমন কোন পরিস্থিতি নির্দেশ করতে পারি না, ... পারলেও, কোনকিছু 'ওপর দিকে পড়ে যেতে' পারে না। কাজেই হস্‌পার্সের অভিমত হল, 'ওপর দিকে পড়ে যাওয়া' কথাটির যেখানে সমগ্র কথাটি প্রযোজ্য হতে পারে ... অর্থপূর্ণ না বলে অর্থহীন বলাই সঙ্গত।

হস্‌পার্সের এই অভিমতের উত্তরে অনেকে বলতে পারেন যে, বাস্তব কোন পরিস্থিতি নির্দেশ করা না গেলেও একটি শব্দ বা বাক্য অর্থপূর্ণ হতে পারে। যেমন, একশৃঙ্গবিশিষ্ট ঘোড়া (*unicorn*) বাস্তবে না থাকলেও, ... দিয়ে গঠিত বাক্য কোন বাস্তব পরিস্থিতি নির্দেশ না করলেও, সম্ভাব্য কোন পরিস্থিতির নির্দেশ দিতে পারে ... সেই সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে বাক্যটিকে অর্থপূর্ণরূপে চিন্তা করা যেতে পারে। স্ববিরোধী বাক্যকে তাই ... অর্থহীন বলা যায় না।

১. 'ভ্রমণ বারি খাওয়া বা—'

২. 'বাড়িটি বিশ্বের ওপরে আছে'

ইত্যাদি বাক্যকে যতটা নিশ্চিতভাবে অর্থহীন বলা যায়

১. 'ওখানে একটা চারকোণা বৃত্ত আছে'

২. 'আমি ওপর দিকে গড়িয়ে পড়েছিলাম'

স্ববিরোধী বাক্যগুলিকে তেমন নিশ্চিতভাবে অর্থহীন বলা যায় না।

বিরুদ্ধবাদীদের সার কথা হল— স্ববিরোধী বাক্যে যে দুটি বিরুদ্ধ কথার উল্লেখ থাকে তাদের অর্থ না জানলে বলাই যাবে না যে বাক্যটি 'স্ববিরোধী'। 'ভ্রমণ ভারি খাওয়া বা—' —একে আমরা স্ববিরোধী বাক্য বলিনা, কেননা কোন অর্থবোধই এখানে আমাদের হয় না। কাজেই বলা চলে যে, 'ওখানে একটা চারকোণা বৃত্ত আছে' এই স্ববিরোধী বাক্যটি 'ভ্রমণ ভারি খাওয়া বা— 'এর মতো অর্থহীন নয়।

হস্‌পার্স বিরুদ্ধবাদীদের এই অভিমত সমর্থন করেননি। আগের কথার সুর ধরে এখানেও তিনি বলেন যে, 'চারকোণা' এবং 'বৃত্ত' শব্দদুটির পৃথকভাবে অর্থ থাকলেও 'চারকোণা বৃত্ত' কথাটি স্ববিরোধী হওয়ার তার কোন অর্থ নেই। তবে, হস্‌পার্স একথা মানেন যে **স্ববিরোধী বাক্যের অর্থহীনতার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্যান্য অর্থহীন বাক্যে থাকে না।**

স্ববিরোধী বাক্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

নিয়ম হল—

১. **অর্থপূর্ণ বাক্যের নিষেধ বাক্য অর্থপূর্ণ হয়, এবং**

২. **অর্থহীন বাক্যের নিষেধ বাক্য অর্থহীন হয়।**

অন্যান্য অর্থহীন বাক্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নিয়মটি (অর্থহীন বাক্যের নিষেধবাক্য অর্থহীন হয়—এই নিয়মটি) প্রযোজ্য হলেও স্ববিরোধী বাক্যের ক্ষেত্রে নিয়মটিকে প্রয়োগ করা যায় না, এবং এটিই হল স্ববিরোধী বাক্যের অর্থহীনতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো গেল—

১. '৭ সংখ্যাটির গতকাল মৃত্যু হয়েছে'— কথাটি অর্থহীন।

২. 'এমন নয় যে ৭ সংখ্যাটির গতকাল মৃত্যু হয়েছে'— এই নিষেধবাক্যটিও অর্থহীন।

কিন্তু

১. 'এটি একটি চারকোণা বৃত্ত'— কথাটি অর্থহীন।

২. 'এমন নয় যে এটি একটি চারকোণা বৃত্ত'— এই নিষেধ বাক্যটি অর্থপূর্ণ এবং সত্য।

স্ববিরোধী বাক্যের অর্থহীনতার এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্যই হস্‌পার্স তাদের 'অর্থহীন' রূপে উল্লেখ না করে কেবল 'স্ববিরোধী' রূপেই উল্লেখ করেছেন। স্ববিরোধী বাক্যকে 'স্ববিরোধী' না বলে কেবল 'অর্থহীন' বললে, অন্যান্য অর্থহীন বাক্যের সঙ্গে তার মূলগত পার্থক্যের উল্লেখ করা হয় না (মূল পার্থক্যটি হল : **অর্থহীন বাক্যের নিষেধবাক্য অর্থহীন, কিন্তু স্ববিরোধী বাক্যের নিষেধবাক্য অর্থপূর্ণ এবং স্বতোসত্য**)।

ত্রিভুজ হল চারবাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র (স্ববিরোধী এবং অর্থহীন)।

এমন নয় যে ত্রিভুজ চার বাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র (অর্থপূর্ণ এবং স্বতোসত্য)

(৮) সাধারণ ভাষায় অনুবাদযোগ্যতা (*Translatability into the ordinary language*) : **অর্থপূর্ণতার এই মানদণ্ড অনুসারে, কোন বাক্যকে অর্থপূর্ণরূপে গণ্য করা যাবে যদি সেই বাক্যটিকে সাধারণ ভাষায় রূপান্তর বা প্রকাশ করা যায়।** যেসব বাক্য সাধারণ ভাষাতেই প্রকাশিত তাদের আর রূপান্তরের প্রয়োজন হয় না। আলংকারিক বা রূপক বাক্যকেই সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়। কাজেই, এই মানদণ্ড অনুসারে, যেসব আলংকারিক বা রূপক বাক্যকে আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বলে মনে হয় তাদের সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা গেলে অর্থপূর্ণরূপে গণ্য করা যাবে; আর যদি সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা না যায় তাহলে তাদের অর্থহীনরূপে গণ্য করতে হবে। 'ফেনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা' কবিতার এই ভাবটিকে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা চলে এবং সেজন্য বাক্যটি অর্থপূর্ণ। কিন্তু 'গোপালী আনন্দগুলি ঘোঁটাগুটি করে ঘুমাচ্ছে' এই উক্তি কথাটিকে সাধারণ ভাষায় অনুবাদ করা যায় না এবং সেজন্য অর্থহীন।

<u>সমালোচনা ● (Criticism)</u>

অর্থপূর্ণতার এই মানদণ্ডটিকে গ্রহণ করা যায় না, কেননা তা অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। মানদণ্ডটিকে গ্রহণ করলে অনেক অর্থহীন বাক্যকেও অর্থপূর্ণ বলতে হয়। 'সাত সংখ্যাটি নীল'— এটি কবিতার ভাষা নয়, আলংকারিক বা রূপকবাক্য নয়— এটি একটি সাধারণ ভাষার বাক্য যদিও তা অর্থহীন।

৫.৫ স্ববিরোধী বাক্য কি অর্থহীন? *Are Self-contradictory statements meaningless ?*

১. মেয়েটি বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
২. শূন্য ঘরটি বই দিয়ে ভরা।
৩. আমি ওপরের দিকে গড়িয়ে পড়েছিলাম।

এইসব স্ববিরোধীবাক্য আসলে অর্থহীন। এইসব বাক্যে কি বলা হয়, কোন্ পরিস্থিতি বা অবস্থার কথা বলা হ তা আমাদের বোধগম্য হয় না। কাজেই বাক্যগুলি অর্থহীন। অবশ্য একথা ঠিক যে— 'অমল ধবল গরল সর অথবা 'চতুরঙ্গতা দীর্ঘসূত্রতা পান করে' (*Quadruplicity drinks procrastination*) কথা দুটির ম উপরোক্ত তিনটি বাক্য অর্থহীন নয়। **'অমল ধবল গরল সরল' অথবা 'চতুরঙ্গতা দীর্ঘসূত্রতা পান করে' কথা পুরোপুরি অর্থহীন। কথাটা এতটাই অর্থহীন যে তাকে আমরা 'স্ববিরোধী' বলতেও পারিনা।** 'শূন্য ঘরটি ব দিয়ে ভরা' অথবা 'আমি ওপরের দিকে গড়িয়ে পড়েছিলাম'— বাক্যটি অর্থহীন হলেও এতটা অর্থহীন নয়, যেম বাক্যটিকে আমরা 'স্ববিরোধী' বিশেষণে বিশেষিত করতে পারি। অর্থবোধ না হলে কোন বাক্যকে 'স্ববিরোধী' ব যায় না। 'শূন্য ঘর' বলতে কি বোঝায় তা আমরা জানি, তেমনি 'বই দিয়ে ভরা' বলতে কি বোঝায় তাও আম জানি; কিন্তু 'শূন্য ঘর কিভাবে বই দিয়ে ভরা' হতে পারে তা আমাদের বোধগম্য হয় না। তেমনি আবার 'ও দিকে' বলতে কি বোঝায় তা আমরা জানি, 'গড়িয়ে পড়া' কথাটার অর্থও আমরা জানি; কিন্তু কোন্ অবস্থায়, কো পরিস্থিতিতে 'ওপরের দিকে গড়িয়ে পড়া' সম্ভব হতে পারে তা আমাদের জানা নেই। এজন্য এসব বাক্য প্রথম স্ববিরোধী, দ্বিতীয়ত অর্থহীন। **এখানেই 'চতুরঙ্গতা দীর্ঘসূত্রতা পান করে' জাতীয় পুরোপুরিভাবে অর্থহী বাক্যের সঙ্গে স্ববিরোধী বাক্যের পার্থক্য।**

তেমনি—
১. শনিবার ঘুমাচ্ছে।
২. ৭ সংখ্যাটি নীল।
৩. রং-এর স্বাদ তিক্ত।

ইত্যাদি অর্থহীন বাক্যের সঙ্গেও স্ববিরোধী বাক্যের পার্থক্য আছে। **'শনিবার ঘুমাচ্ছে' জাতীয় বাক্য যেম অর্থহীন, তাদের নিষেধবাক্যগুলিও অর্থহীন।**

শনিবার ঘুমাচ্ছে— অর্থহীন
শনিবার ঘুমাচ্ছে না (তবে কি জেগে আছে ? খেলা করছে ?)— অর্থহীন।
অন্যদুটি বাক্য সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

স্ববিরোধী বাক্যের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। স্ববিরোধী বাক্য এক বিশেষ ধরণের বাক্য যেখা নিষেধ বাক্যটি অর্থপূর্ণ এবং স্বতোসত্য হয়। যেমন—

'ত্রিভুজ নয় তিনবাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র'— স্ববিরোধী এবং অর্থহীন।
'ত্রিভুজ হয় তিনবাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র'— এই নিষেধবাক্যটি অর্থপূর্ণ এবং স্বতোসত্য।

তাহলে বলা যায় যে **স্ববিরোধী বাক্য এমন এক অর্থহীন বাক্য যার নিষেধবাক্যটি অর্থপূর্ণ এবং স্বতোসত্য। এখানেই স্ববিরোধী বাক্যের সঙ্গে অন্যান্য অর্থহীন বাক্যের পার্থক্য।** অন্যান্য অর্থহীন বাক্য থেকে ভিন্ন করার জন্য তাই স্ববিরোধী বাক্যকে 'অর্থহীন' না বলে (যদিও তা অর্থহীন) 'স্ববিরোধী' বলাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্নাবলী Questions

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী (*Essay type Questions*) [মান ১৬ বা ২০]

১। "বাক্যের অর্থের জন্য শব্দের অর্থ যথেষ্ট নয়"— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। (উঃ ৫.১)
("Word-meaning does not guarantee sentence-meaning". Explain the statement.)

২। বচন কি? উদাহরণ দিয়ে বাক্যের সঙ্গে বচনের পার্থক্য দেখাও। (উঃ ৫.২)
(What is a proposition? Distinguish between sentence and proposition with illustration.)

৩। শব্দার্থের সঙ্গে বাক্যার্থের সম্পর্ক ঠিক কেমন? আলোচনা কর। (উঃ ৫.৩)
(What exactly is the relation between word-meaning and sentence-meaning? Discuss.)

৪। 'মিথ্যা' এবং 'অর্থহীনতা'র মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? বিষয়টি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা কর। (উঃ ৫.৪ মানদণ্ডগুলি বাদ)
(Clearly explain if there is any distinction between 'false' and 'meaningless'.)

৫। বাক্যার্থ নির্ণয়ের মুখ্য মানদণ্ডগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। (N.B.U.H. 2013, 2015 K.U.H. 2012, 2014 G.B.U.H. 2013) (উঃ ৫.৪ এর ১ থেকে ৮, সংক্ষেপে)
(Briefly explain the principal criteria of sentence-meaning.)

৬। বাক্যার্থ নির্ধারণের নিম্নোক্ত মানদণ্ডগুলি বিচার কর :
(Examine the following criteria of Sentence-meaning)
(ক) কল্পনীয়তা (C.U.H. 2009) [৫.৪ (১)]
(খ) বর্ণনাযোগ্যতা (C.U.H. 2009) [৫.৪ (২)]
(গ) কেমন হতে হবে তা জানা [৫.৪ (৪)]
(ঘ) প্রকার-বিভ্রম (C.U.H. 2010-11, 2014) (G.B.U.H. 2013-14 K.V.U. 2013) [৫.৪ (৬)]
(ঙ) প্রসঙ্গ-বিভ্রম (K.U.V 2013, G.B.U. 2013-14) [৫.৪ (৫)] (H. '91)
(চ) সত্যতার শর্ত (C.U.H. 2009) [৫.৪ (৩)] (C.U.H. 2009)
[(a) Imaginability
(b) Describability
(c) Knowing what it is like
(d) Category mistake
(e) Meaninglessness outside a given context.
(f) Truth conditions.]

৭। অর্থপূর্ণ বাক্যের সঙ্গে অর্থহীন বাক্যের পার্থক্য করা যাবে কিভাবে? আলোচনা কর। (উঃ ৫.৪ মানদণ্ডসমূহ)
(How can we distinguish meaningful sentences from meaningless ones ? Discuss)

৮। স্ববিরোধী বাক্য কি অর্থহীন? আলোচনা কর। (C.U.H. 2009, 2010, 2014) (G.B.U. 2012) (উঃ ৫.৫)
(Are self-contradictory statements meaningless ? Discuss.)

অনুশীলনী Exercises

*১। নিম্নোক্ত বাক্য-জোড় কি একই বচন প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা দাও :
(*Do the following pairs of sentences express the same propositions ? Explain.*)

(ক) জনি বিলির থেকে লম্বা
বিলি জনির থেকে বেঁটে।
(Johnny is taller than Billy
Billy is shorter than Johnny.)

(খ) তুমি যাবে অথবা আমি যাব
যদি তুমি যাও তাহলে আমি যাব।
(Either you will go or I will go.
If you go then I will go.)

(গ) তুমি যাবে অথবা আমি যাব
আমি যাব অথবা তুমি যাবে।